অম্ল মধুর : গনতন্ত্র দিবসের ভাবনা

২৬ জানুয়ারি ২০২১

কল্যাণ দেশমুখ্য, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও লেখক

দেখতে দেখতে গনতন্ত্র দিবস আমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির। তবে এবারের গনতন্ত্র দিবস সমপূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। কারণ, করোনা আবহে বেশি মানুষ একত্রে যোগদান করা ঠিক নয়। তবে অনাড়ম্বর পরিবেশে হলে ও গনতন্ত্র দিবসের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা।

১৯৫০ ইঙরেজি থেকে গনতন্ত্র শব্দটি শুনতে শুনতে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল। গনতন্ত্র বলতে আপনি কি বোঝেন দাদা? ওই যে, বোকাদের দ্বারা নির্বাচিত ও নীতিহীনদের দ্বারা পরিচালিত এক সরকার। বোকারা কবে বুদ্ধিমান হবে দাদা? টোপ খেয়ে যায় কিন্তু বর্শি গিলেনা যে মাছ, সে ই হলো চালাক মৎস্য। বুঝলে ভাই, আমরা হলাম যে যার হাতে সাড়ে তিন হাত। নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। তাই গো তন্ত্র আর গনতন্ত্রে তেমন পার্থক্য নেই।

দেশে বেকারের সঙখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশের অগণিত বেকার হা চাকরি , হা চাকরি করে মহাজনদের দরজায় ঘুরে পায়ের চপ্পল ক্ষয় করছে। তপস্যার ফলে ভগবান পাওয়া গেলেও চাকরি পাওয়া বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার।

তবে অতীতে অনেকেই জায়গা জমি বিক্রি করে চাকরি কিনেছেন। একালে শিক্ষক পদ পেতে হলে টেট পরীক্ষা পাশ করতে হবে। আর যারা অতি মেধাবী তারাই আজকাল শিক্ষক পদে নিযুক্তি পাচ্ছে। অন্যান্য বিভাগেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে নিযুক্তি সম্ভব নয়। এটা অবশ্যই গনতন্ত্রের সুফল।

সরকারি অফিসের অনেক কর্মচারীর নীতি হলো অফিসে আসি যাই বেতন পাই। কাজ করলে উপরি চাই। এটা হলো ওদের গনতান্ত্রিক অধিকার। উপরতলা থেকে নিচুতলার অনেকেই এখন বস্তা ফাক করে খাচ্ছেন। দাদা আপনি বিয়ে থা করেননি। ব্যাচেলর মানুষ। তাই জিজ্ঞেস করছি দাদা, আপনি কি পাক করে খান, না ফাক করে খান?

© Ishan Kotha

শোনো ছোট ভাই, বাড়িতে আমি খাই পাক করে, আর অফিসে খাই ফাক করে। আরে দাদা, ফাক করেই তো খাবেন। যুগটাই পড়েছে ফাক করে খাওয়ার। যিনি যত বেশি ফাক করে খাচ্ছেন তার তত নামডাক, তার তত হাকডাক।তাহলে দাদা, দেশের অতি নিম্ন বিত্ত যারা তারা কি আজ পর্যন্ত কোন ও গনতান্ত্রিক অধিকার পাননি? পেয়েছেন ভাই পেয়েছেন। দেশের ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষ যে কমন স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছেন, তা হলো বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের মতো নিজ নিজ নাভি দেশের আশেপাশে চাপ সৃষ্টি হলে যেখানে খুশি দাড়িয়ে ডান বাম না তাকিয়ে নিশ্চিন্তে কয়লার ইঞ্জিনের মতো গরম জল ফেলে যাওয়ার স্বাধীনতা।

যারা নিয়মিত কাণবারি সেবন করে হৈ হট্টগোল করেন সেটা তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার। চুল পাকার যেমন নির্দিষ্ট কোন ও বয়স নেই তেমনি মদ্যপান শেখার ও নির্দিষ্ট বয়স নেই।

বিবাহ বিচ্ছেদ যত বাড়ছে, প্রেমজ বিয়ে ও তত বাড়ছে। একদিকে প্রেমিকের উক্তি, আমার প্রতি তোমার হৃদয়ে যদি বেগম মমতাজের মতো প্রেম সৃষ্টি হয় তাহলে এই বরাক নদীর তীরে দ্বিতীয় তাজমহল তৈরি হবে। পাগলে লেখে আর সুস্থ মানুষে পড়ে, এই কথাটা যেমন সত্য , তেমনি আমি তোমাকে ভালোবাসি কথাটাও খাটি ইঞ্জিন মার্কা শষ্যের তেলের মতোই খাটি। অন্যদিকে প্রেমিকার উক্তি, প্রেম? আমি? ওই লোফারের সঙ্গে? জুতিয়ে মুখ ছিড়ে ফেলব। কিন্তু সাবধান, আমাকে নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করলে চুল হয়ে ঢুকব আর খোপা হয়ে বেরোব।

অনেক বয়স্ক ভদ্রলোক বলেন, ব্রিটিশের তৈরি রেল সেতু দেখুন আর আমাদের দেশি কালো সাহেবদের তৈরি সেতুগুলো দেখুন। খেলনা পিস্তলের মতো খেলনা সেতু। আগের দিনের দাদুদের ছাতার উপর তালি দেওয়া থাকতো। একালের অধিকাংশ রেল ও মোটর সেতু ওই রকম তালির উপর টিকে আছে কোন ও রকমে। স্কুলে পা পিছলে কোন ও বাচ্চা পড়ে গেলে বাকি বাচ্চারা মনের আনন্দে হাততালি দেয়। তেমনি কিছু তালিমারা সেতু হাততালি কুড়োনোর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

এতক্ষণ গনতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে অনেক কথাই বলা হলো। এবার গনতান্ত্রিক কর্তব্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। ভারতীয় গনতন্ত্রে সুনাগরিকের কর্তব্য হলো, যে যেভাবে পারো, দেশের সম্পদকে নিজের ঘরের সম্পদ মনে করে লুঠের কলা বাতাসার মতো ভাগাভাগির করে নাও। আর ডিস্কো সুরে খোল করতাল বাজিয়ে গাও –

ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।
লুঠের কলা বাতাসা কুড়িয়ে আমরা ও হব দেশ ভক্তদের সমান।

সবশেষে বলছি, খালিস্তান, গোর্খা ল্যান্ড, বড়ো ল্যান্ড, বাঙালি ল্যান্ড এর পর আমরা এবারে শান্তি প্রিয় ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে ' খাটি মনুষ্য ল্যান্ড এর জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। ভরসা এই, আগের উথথাপিত দাবিগুলো মঞ্জুর হলে আমাদের দাবিটি ও পূরণ করা হবে। বিশ্বের একমাত্র ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র হোক, খাটি মনুষ্য ল্যান্ড। খাটি মনুষ্য ল্যান্ড জিন্দাবাদ।

(C) Ishankotha